উন্নয়নের সূচক

নাসিরউদ্দিন আহমেদ

ভূমিকা

১.০. দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে নীতি নির্ধারণ জনিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন থেকে উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়টির উদ্ভব হয়। ঐ সময় বেশ কিছু উপনিবেশ (যথা– ভারতবর্ষ) স্বাধীনতা লাভ করে। এসময় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন এ ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন মতবাদগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে ধরা হতো।'চুঁইয়ে পড়া অর্থনেতিক উন্নয়ন তত্ত্ব' (trickle down thesis) নামে অভিহিত এসব তত্ত্বে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অনুকূলে উৎপাদন বিতরণের প্রসঙ্গটি একেবারে উপক্ষো করে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়। অনুমান করা হয়েছিল যে প্রবৃদ্ধির সুফল জনসাধারণের কাছে চুঁইয়ে পড়বে। মাথাপিছু জিএনপি সূচকের সাহায্যে দেশের অর্থনেতিক উন্নয়ন পরিমাপের প্রয়াস নেয়া হয়। কিন্তু পঞ্চাশ ও ষাটের উন্নয়ন অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একদিকে যেমন দারিদ্র রেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা অর্থাৎ অনপেক্ষ দারিদ্র্য (absolute poverty) বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে ধনী হচ্ছে অধিক ধনী, আর দরিদ্র হচ্ছে দরিদ্রতর–অর্থাৎ আপেক্ষিক দারিদ্র্য (relative poverty) বেড়ে যাচ্ছে।

১.২· উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সত্তরের দশকে বিশ্ব ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মৌলিক চাহিদা পূরণ' (Basic Needs Fulfilment) সম্পর্কিত তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। পল ষ্ট্রীটিন, জেমস গ্রান্ট, মাহবুব –উল–হক প্রমুখ এ তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁদের মতে, সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই মৌলিক চাহিদা পূরণ

মতবাদের সাথে সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক হিসেবে উদ্ভাবিত হলো (Physical Quality of Life Index -PQLI) সম্প্রতি ইউএনডিপির উদ্যোগে প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদার সংমিশ্রণে (Human Development Index'-HDI) নামক সূচকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য নিবন্ধে বর্ণিত প্রধান তিনটি সূচকের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধটি কতিপয় পুস্তক ও প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে।

মাথাপিছু জিএনপি ঃ

২.১· মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি সনাতনী এবং সর্বাধিক দ্রুত, ও ব্যবহৃত সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ এক বছরে) একটি অর্থনীতিতে যে সব চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে বর্তমান বাজার দরে মূল্যায়িত করে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) পাওয়া যায়। মাথাপিছু জিএনপি নিম্নোক্ত ভাবে বের করা হয়ঃ-

$$\text{মাথাপিছু জিএনপি (আর্থিক)} = \frac{\text{জিএনপি}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

আর্থিক জিএনপিকে মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত জি এনপি পাওয়া যায় অর্থাৎ

$$\text{প্রকৃত জিএনপি} = \frac{\text{আর্থিক-জিএনপি}}{\text{জিএনপি-Deflator}}$$

২.২. জিএনপি Deflator হলো একটি আপেক্ষিক সূচক যা যে কোন বছরের জিএনপিকে ভিত্তি বছরের (Base year) দামে প্রকাশ করে। মাথাপিছু আর্থিক জিএনপির চেয়ে মাথাপিছু প্রকৃত জিএনপি উন্নততর সূচক। কারণ শেষোক্তটিতে মুদ্রাসংকোচন বা মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করা হয়। ফলে প্রকৃত উৎপাদনের (Real Output) একটি নির্ভেজাল ও অর্থবহ পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

২.৩. যদিও মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি সর্বাধিক ব্যবহৃত, তবুও এটি প্রধানতঃ নিম্নবর্ণিত সমস্যায় জর্জরিতঃ

ক) উৎপাদনে গৃহবধুদের এবং স্বকৃত অন্যান্য অবদান গণনা করা হয় না।

(খ) অ-মুদ্রায়িত আত্ম পোষণ খাতের কার্যাবলী ধরা হয় না।

(গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বাহ্য প্রভাব (Externalities) জিএনপি পরিমাপে আসে না।

(ঘ) সমান্তরাল অর্থনীতি অর্থাৎ কালো টাকার লেনদেন জিএনপি পরিমাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

(ঙ) এই সূচকটি আয় বন্টন সম্পর্কে কিছু বলে না। তাই এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচক, উন্নয়নের নয়।

২.৪. এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা যে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয় তাকে Loreng Curve বলে। এ রেখাটি লরেঞ্জ ১৯০৫ সালে উদ্ভাবন করেন। নীচের চিত্রে Lorenz Curve দেখানো হলোঃ–

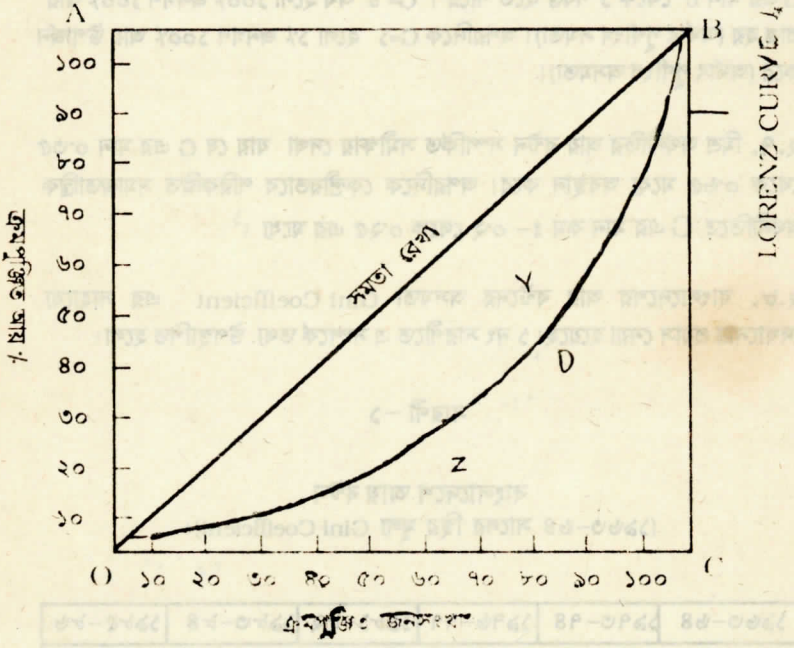

১নং চিত্র

২.৫. চিত্রে OB হলো সমতা রেখা (৪৫° রেখা)। এ রেখা দেখায় যে শতকরা ১০ ভাগ লোক ১০% , ৫০% লোক ৫০% আয় ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। Lorenz Curve (চিত্রে ODB রেখা) এর সাহায্যে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের চাক্ষুষ চিত্র পাওয়া যায়। চিত্রে আয় বন্টনের অসমতা হলো সমতা রেখা ও Leorenz Curve- এর মধ্যবর্তী এলাকা যা কেন্দ্রীভূত এলাকা বা অসম এলাকা নামে পরিচিত (চিত্রে Y দ্বারা দেখানে হয়েছে)।

২.৬. একটি অর্থনীতিতে আয় বন্টনের অসমতার ব্যপ্তি Lorenz Curve এর সাহায্যে বুঝা যায় না। তাই আয় বন্টনে অসমতা পরিমাপের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত পরিমাপক হলো Gini Coefficient (G) বা Concentration Ratio. ১৯১৪ সালে ইতালীর পরিসংখ্যানবিদ জিনি এ সহগ কটির উদ্ভাবন করেন। সমতা রেখা

ও Lorenz Curve এর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে (চিত্রে Y) সমতা রেখার নীচে অবস্থিত মোট অঞ্চল (চিত্রে (Y + Z) দিয়ে বিভাজন করলে G পাওয়া যায় অর্থাৎ

$$G = \frac{Y}{Y+Z}$$

G এর মান ০ থেকে ১ পর্যন্ত হতে পারে । G= ০ অর্থ হলো ১০০% জনগণ ১০০% আয় প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পূর্ণাংগ সমতা)। অপরদিকে G=১ হলো ১% জনগণ ১০০% আয় উপার্জন করে (অর্থাৎ পূর্ণাংগ অসমতা)।

২.৭. মিশ্র অর্থনীতির আয় বন্টন সম্পর্কিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে G এর মান ০·৩৫ থেকে ০·৬৫ মধ্যে অবস্থান করে। অপরদিকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে G এর মান কম ঃ– ০·২ থেকে ০·২৫ এর মধ্যে ।[১]

২.৮. বাংলাদেশের আয় বন্টনের অসমতা Gini Coefficient এর সাহায্যে দেখানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ১ নং সারণীতে এ সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপিত হলো।

সারণী –১

বাংলাদেশে আয় বন্টন
(১৯৬৩–৬৪ সালের স্থির মূল্য Gini Coefficient)।

	১৯৬৩–৬৪	১৯৭৩–৭৪	১৯৭৬–৭৭	১৯৮১–৮২	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৫–৮৬
গ্রাম	০·৩৪২	০·৩৪০	০·৪২৩	০·৩৩৭	০·৩৫৪	০·৩৬২
শহর	০·৪৬০	০·৩৭৫	০·৫০১	০·৪১৯	০·৩৪০	০·৩৬৫

উৎস ঃ Atiq Rahman, Recent Trends in Poverty and Inequality in Bangladesh (Dhaka : BIDS, 1989).p.9.

সারণী– ১ এ বর্ণিত সময়কালে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর অঞ্চলে আয় বন্টনের অসমতাজনিত পরিস্থিতি ওঠানামা করেছে।

২.৯. নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক– রাজনৈতিকভাবে যতদূর সম্ভব G কে O এর কাছাকাছি নামিয়ে আনা (OB রেখা) । Gini Coefficient হ্রাসের জন্য কর, ভর্তুকি, প্রত্যক্ষ আয় স্থানান্তর, সরকারী দ্রব্যাদির সুসরবরাহের ব্যবস্থা (যথা– বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, হাসপাতাল) নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

---

1. Tony Killick, Policy Economics (London: ELBS , 1983), p.110.

PQLI

৩.১. মাথাপিছু জিএনপি সূচকের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে Overseas Development Council (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এর উদ্যোগে অর্থনীতিবিদ মরিস ডেভিড Physical Quality of Life Index–(PQLI) নামক যৌগিক (Composite) সূচক উদ্ভাবন করেন। যে তিনটি সূচকের সমন্বয়ে PQLI গঠিত হলো তা হচ্ছে ঃ– (১) এক বছর বয়সে মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল, (২) শিশু মৃত্যুর হার, ও (৩) শিক্ষার হার। মরিস নিম্নলিখিত অনুমানের ভিত্তিতে উপরোক্ত সূচক তিনটি নির্বাচন করেছেনঃ– (ক) প্রায় সকল অবস্থায় মানুষ দীর্ঘ জীবন যাপন করতে পছন্দ করে, (খ) মানুষ কদাচিৎ তার শিশুদের মৃত্যুর কামনা করে, এবং (গ) শিক্ষার হার কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণের জন্য মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।[২] PQLI মানুষের অধিকাংশ মৌলিক চাহিদা পূরণের ফলাফল পরিমাপ করে।

মাথাপিছু জিএনপি বনাম PQLI

(১) মাথাপিছু জিএনপি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচক, অপরদিকে PQLI হলো উন্নয়নের সূচক।

(২) মাথাপিছু জিএনপি উপকরণ পরিমাপ করে, অন্যদিকে PQLI উপকরণ প্রয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল পরিমাপ করে।

৪.২. মাথাপিছু জিএনপি ও PQLI এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ক'টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ১ টি উন্নত দেশ, ১ টি তেল সমৃদ্ধ দেশ ও ৪ টি উন্নয়নশীল দেশের জনগণের জন্মকালে গড় আয়ুস্কাল, শিশু মৃত্যুর হার ও শিক্ষার হার সারণী –২ এ উপস্থাপিত হলো।

২· Morris, David Morris, Measuring the conditions of the world's poor, (New york: pergamon press, 1979)

সারণী –২

৬ টি দেশের জনগণের জন্মকালে গড় আয়ুস্কাল, শিশু মৃত্যুর হার ও শিক্ষার হার

দেশ	জন্মকালে গড় আয়ুস্কাল (বছরে ১৯৮৮)	শিশু মৃত্যুর হার জীবিত শিশুর হারে (প্রতি হাজার ১৯৮৮)	শিক্ষার হার ٪
জাপান	৭৮	৫	৯৯
সৌদিআরব	৬৪	৬৯	৫০
শ্রীলংকা	৭১	২১	৮৭
পাকিস্তান	৫৫	১০৭	৩০
ভারত	৫৮	৯৭	৪৩
বাংলাদেশ	৫১	১১৮	৩৩

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট , ১৯৯০

জাপান (১৯৮৭) এর শিক্ষার হার এবং সৌদি আরব (১৯৮৬) এর পুরুষের শিক্ষার হার দি ওয়ার্ল্ড অ্যালমানক এন্ড বুক অব ফ্যাক্টস ১৯৯০ থেকে নেয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশের শিক্ষার হার ১৯৮৫ সালের।

৪.৩. সারণী –৩ এ উক্ত ৬ টি দেশের মানুষের মাথাপিছু জিএনপি ও PQLI দেয়া গেল।

উল্লেখ্য, সারণী –২ উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে সারণী –৩ এর PQLI গণনা করা হয়েছে।

সারণী –৩

মাথাপিছু জিএনপি ও PQLI এর ভিত্তিতে ৬ টি দেশের শ্রেণী বিন্যাস

দেশ	মাথাপিছু জিএনপি (১৯৮৮ সালের মার্কিন ডলারে) (১৯৮৮)	PQLI
জাপান	২১,০২০	৯৯·১০
সৌদিআরব	৬,২০০	৬০·৭৪
শ্রীলংকা	৪২০	৮৬·৩৯
পাকিস্তান	৩৫০	৩৯·৬৭
ভারত	৩৪০	৪৮·৪৯
বাংলাদেশ	১৭০	৩৪·৯৩

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯০ পৃ ঃ ১৭৮–১৭৯ PQLI লেখক কর্তৃক গণনাকৃত।

৪.৪. সারণী–৩ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সৌদি আরবের জনগণের মাথাপিছু জিএনপি শ্রীলংকার চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশী। অপরদিকে PQLI এর মাপকাঠিতে সৌদি আরবের PQLI শ্রীলংকার চেয়ে অনেক কম। ভারতের মানুষের মাথাপিছু জিএনপি পাকিস্তানের চেয়ে কম, অথচ PQLI এর মাপকাঠিতে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে।

৪.৫. PQLI মানুষের উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিণামের পরিমাপক এবং এর সাহায্যে বিনিয়োগের ফলাফল পরিমাপ করা যায়। উর্ধাংকের PQLI মানুষের উন্নয়ন প্রচেষ্ঠায় পরিণামের পরিমাপক এবং এর সাহায্যে বিনিয়োগের ফলাফল পরিমাপ করা যায়। উর্ধাংকের PQLI এটাই প্রমাণ করে যে কাংখিত ফলাফল লব্ধ হচ্ছে–অর্থাৎ উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিফলে যাচ্ছে না। এক বছর বয়স্কালের একটি শিশু যে আর্থব্যবস্থায় ৬৫ বা ৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচার যুক্তিগ্রাহ্য প্রত্যাশা করতে পারে, যেখানে ভূমিষ্ঠ শিশুর মৃত্যুর আশংকা নেই বললেই চলে এবং যে সমাজে প্রায় সবাই শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত সেখানে সার্বিক প্রয়াস অবশ্যই ফলপ্রসূ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এই নিরিখে PQLI কে একটি উৎকৃষ্ট উন্নয়ন সূচক হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে।

৪.৬. PQLI উন্নয়নের উন্নতর মাপকাঠি বলে বিবেচিত হলেও এর প্রধান সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপঃ–

(১) এটি একটি সীমিত মাপকাঠি। জীবনের উৎকর্ষতার অনেক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যথা–নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার, মানব অধিকার ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করতে এটা ব্যর্থ হয়েছে।

(২) যে তিনটি সূচক নিয়ে PQLI গঠিত তার প্রত্যেকটিকে সমান গুরুত্ব (Weight) দেবার যৌক্তিকতা উল্লেখ করা হয় নি।

(৩) মানুষের গড় আয়ুস্কাল ও শিশু মৃত্যুর একই ধরনের বিষয়ের প্রতিফলন।

(৪) অর্থনৈতিক বিষয় (যথা– প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি) সম্পর্কে এ মাপকাঠিতে কোন বক্তব্য নেই।

HDI

৫.১. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) এ'র পক্ষে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯০–এ উন্নয়নের একটি নতুন মাপকাঠির উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুবুল হকের নির্দেশনায় উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের একটি দল এই উদ্ভাবন করেছেন। প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদা সমন্বিত এ মাপকাঠির নাম Human Development Index.-সংক্ষেপে HDI। মানব জীবন

যাত্রার ওপর উন্নয়নের প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে HDI উদ্ভাবিত হয়েছে। সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য–ব্যর্থতা এর সাহায্যে পরিমাপ করার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে।

৫.২. 'মানব উন্নয়ন' বলতে মানুষের পছন্দ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে।[৩] HDI নিম্নলিখিত তিনটি সূচক নিয়ে গঠিতঃ– (১) মানুষের গড় আয়ুস্কাল, (২) শিক্ষার হার, এবং (৩) ক্রয় ক্ষমতা (প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি)।

৫.৩. একটি সমাজে বসবাসরত মানুসের কল্যাণ তার আয়ের মাত্রার উপর নয়, বরং তার আয় কতখানি কাজে লাগানো হলো তার উপর নির্ভরশীল। আলোচ্য রিপোর্টে দেখাযায়, কোন কোন দেশ যথা–কোষ্টারিকা, শ্রীলংকা তাদের অপেক্ষাকৃত নিম্নহারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানব উন্নয়ন অর্থাৎ গড় আয়ুস্কাল, শিক্ষার হার ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে লাগিয়েছে। অপরদিকে কোন কোন দেশ যথা–ব্রাজিল, ওমান, সৌদি আরব তাদের উচ্চ আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার মানব উন্নয়নের কাজে লাগাতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে।

৫.৪. রিপোর্টে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ডাক্তারের চেয়ে আটগুণ বেশী সৈন্য রয়েছে। এ দেশগুলোর সম্মিলিত সামরিক খাতে ব্যয় (সম্মিলিত জিএনপির ৫.৫% সম্মিলিত শিক্ষাও স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় (সম্মিলিত GNP-র ৫.৩%)–এর চেয়ে বেশী। রিপোর্টে সামরিক খাত থেকে অর্থ সরিয়ে মানব উন্নয়ন বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

৫.৫. নিঃসন্দেহে HDI উন্নয়নের সবচেয়ে ব্যাপক ও উন্নততর মাপকাঠি। তবুও এর নিম্নলিখিত দুর্বলতা রয়েছেঃ–

(১) কতিপয় দেশ যথা– কোস্টারিকা, শ্রীলংকা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় তাদের অর্জিত প্রবৃদ্ধিকে মানব উন্নয়নে কিভাবে কাজে লাগাতে সমর্থ হলো তা রিপোর্টে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

(২) যে তিনটি উপকরণ নিয়ে HDI গঠিত তার প্রত্যেকটিকে সমান গুরুত্ব (Weight) দেবার যৌক্তিকতা বর্ণিত হয় নি।

(৩) এটি গ্রাম ও শহর এলাকার, নারী ও পুরুষের , ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে আয়ুস্কাল, শিক্ষার হার ও আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য আড়াল করে রাখে।

(৪) রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে বিবেচনার মধ্যে আনতে এর ব্যর্থতা।

---

৩. UNDP, Human Development Report 1990 P.1.

উপসংহার

একটি দেশ উন্নয়নের কোন পর্যায়ে রয়েছে তা পরিমাপের জন্য সূচক ব্যবহারের প্রয়োজন। সূচকের সাহায্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতির সাফল্য–ব্যর্থতার চিত্র ফুটে ওঠে। তাই সূচকের মাধ্যমে কোন দেশের উন্নয়ন পরিমাপের পর সঠিক নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। সনাতনী ও বহুলব্যবহৃত মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিমাপক। অপরদিকে PQLI মৌলিক চাহিদার পরিমাপক। তাই PQLI কে মাথাপিছু জিএনপির চেয়ে উন্নততর সূচক হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন। সম্প্রতি ইউএনডিপির উদ্যোগে HDI নামক যে সূচকটি উদ্ভাবিত হয়েছে তা প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদার সমন্বিত রূপ। নিঃসন্দেহে এটি অন্য দুটো সূচকের চেয়ে উন্নত। তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে HDI কে একটি পূর্ণাঙ্গ সূচকে পরিণত করা যেতে পারে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

Hicks, Norman and Paul Streeten" Indicators of Development: The Search for a Basic Needs Yardstick", World Development, No.6 (June, 1979)

২. Hoffman, Mark S (edited), The World Almanac and Book of Facts 1990.

৩. Killick, Tony, Policy Economics (London: ELBS, 1983).

৪. Morris, Morris D, Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index . (New York: Pergamon Press, 1979).

৫. Rahman, Atiq, Recent Trends in Poverty and Inequality in Bangladesh (Dhaka : BIDS , 1989).

৬. Todaro, Michael P, Economic Development in the Third World (Third Edition). (Hyderabad: Orient Limited, 1987).

৭. UNDP, Human Development Report, 1990.

৮. The World Bank, World Development Report, 1990.